তারিখ 21.11.80
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

দৈনিক বাংলা

204

বোর্ডের বই নিয়ে পুরনো খেলা

বোর্ডের বই নিয়ে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী বেশ জমজমাট ব্যবসা শুরু করেছেন। কাগজ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির অজুহাতে তারা নিজেদের ইচ্ছা মতো ক্রেতাদের কাছ থেকে বইয়ের দাম আদায় করছেন। শুধু তাই নয়, তারা বোর্ডের পাঠ্য পুস্তকের সাথে বাধ্যতামূলকভাবে নোট বই ক্রেতাদের কাছে কয়েক গুণ বেশি দামে বিক্রয় করছেন। অথচ নোট বই বোর্ডের নির্ধারিত বই নয়। শুধু বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো এই নোট বইয়ের উপর তারা কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছেন। এরপরও অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা, শেষ পর্যন্ত বই পাওয়া যাবে কি? গ্রামের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই নতুন বইয়ের মুখ এখনো দেখতে পারেননি। গ্রামের লাইব্রেরীতে যে কয়েক সেট বই পৌঁছেছে তাও আবার নির্ধারিত মূল্যের কয়েক গুণ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। এই অবস্থায় অনেক অভিভাবকের পক্ষেই যে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে বই কেনা সম্ভব হবে না তা বলাই বাহুল্য। বর্তমান সরকার শিক্ষাকে গণমুখী করার জন্যে চেষ্টা করছেন। এ অবস্থায় সকল ছাত্রছাত্রীর হাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা একান্ত আবশ্যক। বোর্ড কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ব্যক্তিদের হাতে বই না দিয়ে স্কুলের শিক্ষকদের মাধ্যমে বই সরবরাহ করলে সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে। আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখবেন এবং সকল ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই তুলে দেয়ার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

আনোয়ার হুসাইন দীপু,
তেলীপাড়া, ফরিদপুর।

বরিশাল মহিলা কলেজের ছাত্রী নিবাস

বরিশাল শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একমাত্র সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয়টি। অত্যন্ত সীমিত জায়গার উপর এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। এতো কম জায়গায় অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও এরই মধ্যে আবার চলছে তথাকথিত কিছু ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি কিন্ডারগার্টেন। শহরের একমাত্র সরকারী মহাবিদ্যালয় বলে স্বাভাবিকভাবেই এখানে ছাত্রীসংখ্যা বেশী। তার উপর কিন্ডারগার্টেনের দুই শতাধিক ছেলেমেয়ে এবং তাদের প্রত্যেকের অভিভাবকদের নিত্য আনাগোনা। আর সবচেয়ে বড় যে অসুবিধা তা হলো এই ছাত্রীনিবাসটি। খেলার মাঠ বলতে কিছু নেই। যা আছে তাতে শুধু কানামাছিই খেলা চলে।

গত কোন এক শুক্রবার গিয়েছিলাম আমার এক আত্মীয়াকে কিছু টাকা দিয়ে আসব বলে। এর পূর্বে আর কোনদিন এই ছাত্রীনিবাসে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু ভিতরে ঢুকে যে করুণ অবস্থা চোখে পড়লো তাতে নিজের অজান্তেই চোখ দুটো ভারী হয়ে উঠলো। অন্দরে লালিত যে সকল শিক্ষার্থী বোনেরা এখানে আছে তাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। দোতলা এই দালানটির বয়স আনুমানিক দশ বছর। জীর্ণ রং চং হীন এ দালানটিতে বাস করাও এক ঝুঁকির ব্যাপার। এর কক্ষ সংখ্যা মোট ১৫/১৬টি। এবং প্রতিটি কক্ষে ৫।৬ জন করে ছাত্রী বিড়ালছানার মতো অবস্থান করছে। কক্ষগুলিকে মুরগীর খোপ ছাড়া অন্য কিছু ভাবাই দুষ্কর। এর না আছে ভালো টয়লেটের ব্যবস্থা না আছে খাওয়া গোসল করার সুষ্ঠু পরিবেশ। শহরের প্রধান সড়ক থেকে এর ভেতরের সবই স্পষ্টভাবেই দেখা যায়। বাথরুমের করুণ অবস্থার দরুন কয়েকদিন পূর্বে আমার আত্মীয়াটি স্লীপ কেটে পড়ে যায় এবং কপালের অনেকখানি কেটে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। প্রথমেই বলেছি, এটি একেবারে শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং এর আশপাশেই বাজে ছেলেদের আড্ডা। ভদ্র মেয়েরা প্রতিনিয়তই এদের উপদ্রবের শিকার হচ্ছে। সেদিন অনেক মেয়েই দুঃখ করে এসব কথা বললো। বিকেলে কলেজের ভিতরের ছোট্ট মাঠটিও থাকে বাইরের কিছু অবাঞ্ছিত ছেলেদের দখলে। যার জন্য মেয়েরা আর বেরুতে তো পারেই না, একটু খেলাধুলা থেকেও হয় বঞ্চিত। কর্তৃপক্ষের উচিত এর আশু সুব্যবস্থা করা এবং ছাত্রীনিবাসটির যথাশীঘ্র সংস্কারে হাত দেয়া।

তসলীম মল্লিক,
সাগরদী মল্লিক বাড়ি,
বরিশাল।